২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে।

হাইটেক পার্ক ও সফটওয়্যার পার্ক ছাড়া একটি দেশের আইসিটি রফতানিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের কার্যক্রমে শুধু কালিয়াকৈরে নয়– বিভাগীয় এবং কয়েকটি জেলা শহরে হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মামলা জটিলতার কারণে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক এবং কারওয়ান বাজারে অবস্থিত জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপন স্থবির হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পর গাজীপুরের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক এবং জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগে দ্রুত সফলতা আসে। কালিয়াকৈরে ২৩২ একর জমির ওপর হাইটেক পার্কের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কের ২৩২ একর জমি সংলগ্ন অতিরিক্ত আরও ৯৭ একর জমি হাইটেক পার্কের অনুকূলে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পার্কটি প্রতিষ্ঠা হলে ৭০ হাজার লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যশোরে ৯.৪০ একর জমির ওপর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ১৫ তলা মাল্টি টেনেন্ট ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। এ ভবনের ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আমি গত ৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ওই ভবনে আইটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছি। ১২ তলা ডরমিটরি ভবনেরও প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে।

সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি স্থাপনের জন্য ১৬২.৮৩ একর, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি স্থাপনের জন্য ৩১.৬২ একর, নাটোরে আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য ৭.০৯ একর, আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপনের জন্য চুয়েটে ৫ একর জমি পাওয়া গেছে। জনতা টাওয়ারে বর্তমানে ১৬টি কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এখানে ৫০টি স্টার্টআপ কোম্পানিকে এক বছরের জন্য অন্যান্য সুবিধাসহ বিনা ভাড়ায় জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে।

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে আইটি পেশাজীবীর সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার। ২০১৮ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১০ লাখে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে আগামী তিন বছরে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে এক লাখ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এসব প্রশিক্ষণের টার্গেট শিক্ষিত তরুণেরা। কারণ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তরসহ উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে প্রায় সাড়ে তিন লাখ। পড়াশোনারত অবস্থায়ই যদি তারা আইটিতে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়, তাহলে ভবিষ্যতে আইটিতে ক্যারিয়ার গড়ার কথা ভাববে। স্বপ্ন দেখবে গুগল, ফেসবুকের মতো উদ্ভাবনীর। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এলআইসিটি) প্রকল্প এসব তরুণের মধ্য থেকে বাছাই করে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে ৪৫ হাজার দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে।

কারওয়ান বাজারে জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার পার্ক

এর মধ্যে ১০ হাজারকে টপআপ আইটি এবং ২০ হাজারকে ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এলআইসিটি প্রকল্প উন্নত প্রশিক্ষণে ১০ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি এবং বিভিন্ন সরকারি ও আইটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ আরও ৫ হাজার জনকে আইটিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত তরুণদের তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

পরিশেষে, যেসব দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে তারুণ্যের নতুন নতুন উদ্ভাবনীকে যত বেশি কাজে লাগিয়েছে, সেসব দেশ তত উন্নত। এমনি বাস্তবতা থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনীকে কাজে লাগানোর নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবনী তহবিল থেকে নতুন নতুন উদ্ভাবনীতে আর্থিক সহায়তা দান, কানেক্টিং স্টার্টআপ শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা ও হ্যাকাথন আয়োজনের মাধ্যমে তরুণদের আইডিয়ার ওপর ভিত্তি করে অ্যাপ তৈরির উদ্যোগগুলো অন্যতম। এসবই তারুণ্যের মেধা ও উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করার কার্যক্রম। আমাদের সামগ্রিক কার্যক্রমের লক্ষ্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করে দেশকে শ্রমনির্ভর থেকে জ্ঞাননির্ভর সমাজ ও ডিজিটাল অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে এগিয়ে নেয়া, যা মূলত ডিজিটাল বাংলাদেশেরই দর্শন কজ

যশোর হাইটেক পার্ক ও প্রশাসনিক বিল্ডিং